যুগান্তর

তারিখ 13 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানোর শর্ত বাদ

সংসদ রিপোর্টার

শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে একমত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালাতে ক্রমান্বয়ে নিজস্ব আয় বাড়ানোর শর্ত বাতিল করে সংসদে উত্থাপিত তিনটি বিল চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। রোববার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে বিলগুলো চূড়ান্ত করা হয়। কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। ২ জুলাই শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিল তিনটি সংসদে উত্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ের পাশাপাশি সরকারও বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালাতে অর্থ বরাদ্দ দেবে, এমন বিধান রেখেই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরিবর্তনে পৃথক তিনটি বিল উত্থাপন করা হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধন করতে বিল তিনটি উত্থাপন করা হয়। পরে বিল তিনটি পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেয়ার জন্য সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫ এর ২৭ ধারায় বলা হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে এর ব্যয় যোগানে সরকারের বরাদ্দ ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এবং পঞ্চম বছর থেকে ব্যয়ের শতভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় থেকে বহন করতে হবে। ২০০৬ সালে প্রণীত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আইনেও একই বিধান রাখা হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে সময়সীমা ছিল দশ বছর। তিনটি বিলেই বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উৎস থেকে প্রায় এবং সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বরাদ্দ করা অর্থ দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয়নির্বাহ করবে। তবে শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমান্বয়ে নিজস্ব আয় বাড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে বিল চূড়ান্ত

তিনটি বিলেরই উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তৎকালীন সরকারের আমলে প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয় আইনের এ বিধানটি বাস্তবসম্মত, শিক্ষা সহায়ক ও যুক্তিযুক্ত নয় বিধায় সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে প্রধানমন্ত্রী মৌখিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বৈঠক শেষে রাশেদ খান মেনন বলেন, বিলে যে শর্ত দেয়া হয়েছে তার কোন প্রয়োজন নেই। বিলের মূল স্পিরিটের (উদ্দেশ্য) সঙ্গে এ শর্ত মানায় না। তিনি আরও বলেন, বিলের শর্ত নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনও করেছে।